106480 - রমজান মাসরে ফজলিত সম্পর্কে সালমান (রাঃ) এর বর্ণতি হাদসিটি যয়ীফ (দুর্বল)

প্রশ্ন

এই অঞ্চলরে এক মসজদিরে জনকৈ খতবি তাঁর খোতবার মধ্যে সালমান রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি একটি হাদসি উল্লখে করছেনে। সে হাদসিে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবান মাসরে শষেদনি তাঁদরে উদ্দশ্যে খোতবা দয়িছেলিনে...। জনকৈ ভাই প্রকাশ্যে মানুষরে সামনে ইমাম সাহবেরে পশেকৃত হাদসিরে বরিোধতিা করে বলনে যে, সালমান রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি এ হাদসিটি মাওজু বা বানোয়াট। অনুরূপভাবে "যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে পটে ভরে খাওয়ায় আল্লাহ তাকে আমার হাউজে কাউছার থকেে এক ঢোক পানি পান করাবনে। যার ফলে সে জান্নাতে প্রবশে করা পর্যন্ত আর পপিাসার্ত হবে না।" অনুরূপভাবে "যে ব্যক্তি তার কৃতদাসরে কাজকে সহজ করে দবিে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দবিনে এবং জাহান্নামরে আগুন থকেে তাকে মুক্তি দবিনে।" সইে ভাই বলনে: "এই কথাগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর মথি্যা আরোপকৃত। আর যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর মথি্যা আরোপ করে সে যনে স্বীয় স্থান জাহান্নামে নর্িধারণ করে নয়ে...।" এই হাদসিটি কি সহীহ; নাকি সহীহ নয়?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

সালমান রাদয়িাল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণতি এ হাদসিটি ইবনে খুযাইমা তাঁর "সহীহ" নামক গ্রন্থে বর্ণনা করছেনে। তনিি বলনে: "রমজান মাসরে ফযলিত শীর্ষক পরচ্ছিদে; যদি এ হাদসিটি সহীহ সাব্যস্ত হয়"। এরপর তনিি বলনে: আমাদরে নকিট আলী ইবনে হুজর আল-সাদী হাদসি বর্ণনা করছেনে; তনিি বলনে: আমাদরে নকিট ইউসুফ ইবনে যয়িাদ হাদসি বর্ণনা করছেনে; তনিি বলনে: আমাদরে নকিট হুমাম ইবনে ইয়াহইয়া হাদসি বর্ণনা করছেনে আলী বনি যায়দি বনি জাদআন হতে; তনিি সাঈদ ইবনে আল-মুসাইয়্যবি হতে, তনিি সালমান (রাঃ) হতে; তনিি বলনে:

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال : (أيها الناس ، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك ، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ، جعل الله صيامه فريضة ، وقيام ليله تطوعاً ، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه ، وهو شهر الصبر ، والصبر ثوابه الجنة ، وشهر المواساة ، وشهر يزداد فيه رزق المؤمن ، من فطر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه ، وعتق رقبته من النار ، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قالوا : ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم ، فقال : يعطي الله هذا الثواب من فطر صائماً على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن ، وهو شهر أوله رحمة ، وأوسطه مغفرة ، وآخره عتق من النار ، من خفف عن مملوكه

غفر الله له ، وأعتقه من النار ، فاستكثروا فيه من أربع خصال : خصلتين ترضون بهما ربكم ، وخصلتين لا غنى بكم عنهما: فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم : فشهادة أن لا إله إلا الله ، وتستغفرونه ، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما : فتسألون الله الجنة ، وتعوذون به من النار ، ومن أشبع فيه صائماً سقاه الله من حوضي شربةً لا يظمأ حتى يدخل الجنة

একবার শাবান মাসরে শষে দনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরে উদ্দশ্যে খোতবা (ভাষণ) দলিনে। খোতবা দতিে গয়িে তনিি বলনে: “হে লোকেরো! আপনাদরে নকিট এক মহান মাস হাজরি হয়ছে। এক বরকতময় মাস এসছে। এ মাসে এমন এক রাত আছে যা হাজার মাসরে চয়েে উত্তম। এ মাসে সয়িাম পালন করা আল্লাহ ফরজ (আবশ্যকীয়) করছেনে এবং এ মাসরে রাতে কয়িাম (নামায আদায়) করা নফল (ফজলিতপূর্ণ) করছেনে। এ মাসে যে কোন একটি (নফল) ভালো কাজ করা অন্য মাসে একটি ফরজ কাজ করার সমান। আর এ মাসে কোন একটি ফরজ আমল করা অন্য মাসে সত্তরটি ফরজ আমল করার সমান। এটি হল- ধর্যৈরে মাস; ধর্যৈরে প্রতদিান হচ্ছে- জান্নাত। এটি হল- সহানুভূতরি মাস। এটি এমন এক মাস যাতে একজন মুমনিরে রযিকি বৃদ্ধি পায়। এ মাসে যে ব্যক্তি কোন একজন রোজাদারকে ইফতার করাবে তার সমূহ গুনাহ মাফ করে দয়ো হবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামরে আগুন থকেে মুক্তি পাবে এবং তাকে সইে রোজাদাররে সমান সওয়াব দয়ো হবে; কন্তিু রোজাদাররে সওয়াবে কোন কমতি করা হবে না। তাঁরা বললনে- আমাদরে মধ্যে সবার তো একজন রোজাদারকে ইফতার করানোর মত সামর্থ্য নইে। তনিি বললনে: কোন ব্যক্তি যদি একজন রোজাদারকে একটি খজেুর অথবা এক ঢোক পানি অথবা এক চুমুক দুধ দয়িওে ইফতার করায় আল্লাহ তাকওে এই সওয়াব দবিনে। এটি এমন মাস এর প্রথম ভাগে রহমত, দ্বতিীয় ভাগে মাগফরিাত এবং শষে ভাগে রয়ছে জাহান্নাম হতে নাজাত। আর যে ব্যক্তি তার কৃতদাসরে দায়ত্বি সহজ করে দবিে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দবিনে এবং জাহান্নাম থকেে তাকে মুক্তি দবিনে। সুতরাং এ মাসে আপনারা চারটি কাজ বশেি করে করুন। দুটি হল যা দয়িে আপনারা আপনাদরে রব্বকে সন্তুষ্ট করবনে। আর দুটি কাজ এমন যা আপনাদরে না করলইে নয়। যে দুটি কাজ দ্বারা আপনারা আপনাদরে রব্বকে সন্তুষ্ট করবনে: (১) এ বলে সাক্ষ্য দয়ো যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ (উপাস্য) নইে এবং (২) তাঁর কাছে ইসতগিফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করবনে। আর যে দুটো কাজ আপনাদরে না করলইে নয় (৩) আপনারা আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করবনে এবং (৪) জাহান্নামরে আগুন থকেে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবনে। আর এই মাসে যে ব্যক্তি একজন রোজাদারকে পটে ভরে খাওয়াবে আল্লাহ তাঁকে আমার হাউজ থকেে এক ঢোক পানি পান করাবনে যার ফলে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবশে করা পর্যন্ত আর পপিাসার্ত হবে না।”

উল্লখেতি হাদসিরে সনদে একজন রাবী হচ্ছনে- আলী বনি যায়দে বনি জাদআন। তনিি একজন যয়ীফ বা দুর্বল রাবী। যহেতেু তার মুখস্থশক্তি দুর্বল ছলি।

হাদসিটরি সনদে আরও একজন রাবী হচ্ছনে- ইউসুফ বনি যয়িাদ আল-বসরী। তনিি “মুনকারুল হাদসি” ।

হাদসিটরি সনদে আরও একজন রাবী হচ্ছনে- হুমাম বনি ইয়াহইয়া বনি দীনার আল-আউদী। তার সম্পর্কে ইবনে হাজার ‘আত-তাক্বরীব’ গ্রন্থে বলছেনে: ثقة ربما وهم।(তনিি ছকিাহ, তবে কখনো কখনো ভুল করনে)।[“ছকিাহ” পরভিাষাটরি মাধ্যমে

মুখস্তশক্তি ও দ্বীনদারি দুটো বিষয়রে স্বীকৃতি দয়ো হয়]

এই পর্যালোচনার উপর ভত্তিি করে বলা যায়, এ সনদে হাদীসটি মথি্যা বা বানোয়াট নয়; তবে যয়ীফ বা দুর্বল। এটি দুর্বল হলওে রমজানরে ফযলিত বষিয়ক সহীহ হাদসি তো যথষ্টে রয়ছে।

আল্লাহই তাওফকি দাতা। আমাদরে নবীর প্রতি, তাঁর পরবিার-পরজিন ও তাঁর সাহাবায়ে করোমরে প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।” সমাপ্ত।

গবষেণা ও ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিি

শাইখ আব্দুল আযযি বনি আব্দুল্লাহ ইবনে বায্। শাইখ আব্দুর রায্যাক আফীফি, শাইখ আব্দুল্লাহ বনি গুদাইইয়্যান, শাইখ আব্দুল্লাহ বনি কুঊদ।

ফাতাওয়াল্ লাজনাহ আদ্দায়মিা (ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াসমগ্র) (১০/৮৪-৮৬)]